Awareness of diseases due to Mosquito, other insects or arachnids and prevention

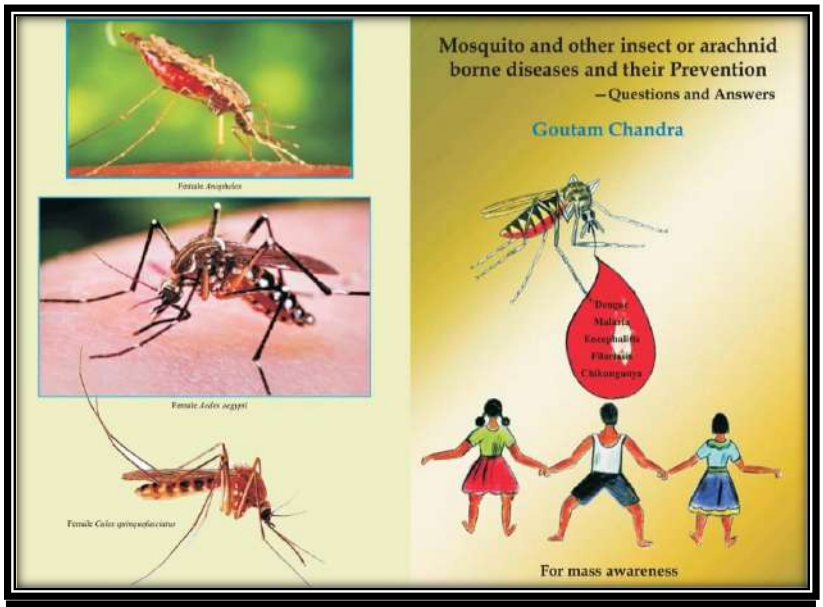

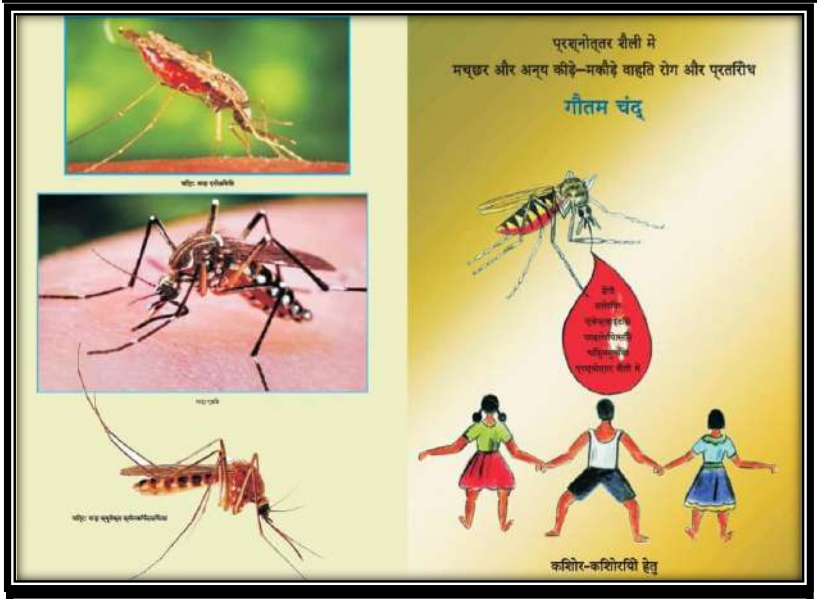

সৌজন্যে—

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রাজবাটী, বর্ধমান

জনস্বার্থে প্রচারিত.....

স্ত্রী ঈডিশ মশা

মশার কামড় এবং মশাবাহিত রোগ থেকে বাঁচতে জেনে রাখা ভালঃ

১) ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া এবং জিকার বাহক স্ত্রী **ঈডিশ** মশা অব্যবহৃত যেকোন ছোট পাত্র, অব্যবহৃত টায়ার, ডাবের খোলা, প্লাস্টিক বা রাবারের জুতো, গাছের কোটর, কাটা বাঁশের মধ্যে সরু গর্ত, কলা গাছের পাতার গোড়া, শামুকের খোলা, প্লাস্টিকের চা এর গ্লাস বা কাপ, আইসক্রিমের কাপ, ভাঙা মিষ্টির হাড়ি, মাটির পাত্র, টিনের পাত্র, পরিত্যক্ত ফুলের টব, খালি পিচের ড্রাম, পুরনো ব্যাটারির খোল, গোরুর জল খাওয়ার অব্যবহৃত পাত্র, ফুলদানি প্রভৃতির মধ্যে জমা পরিষ্কার জলে বংশ বিস্তার করে।

২) ম্যালেরিয়ার বাহক মশা স্ত্রী **অ্যানোফিলিস** ছোট জলাশয়, ডোবা, পুকুর, কুয়ো, ধানক্ষেত, ছাদের জলাধার, বাড়ির চৌবাচ্চা, পরিত্যক্ত ফুলের টব, ফোয়ারা, ক্যানেল বা ঝর্নার পরিষ্কার জলে এবং মজে যাওয়া নদী বক্ষে জমা জলে বংশবৃদ্ধি করে।

৩) গোদ রোগের এবং ওয়েস্ট নাইল ফিভার ভাইরাসের বাহক স্ত্রী **কিউলেক্স** মশা নর্দমার নোংরা বদ্ধ জলে অথবা যেকোন জায়গায় জমে থাকা নোংরা জলে এবং **ম্যানসনিয়া** মশা পানা পুকুরে বংশ বৃদ্ধি করে।

৪) জাপানীজ এনসেফালাইটিসের বাহক মশা স্ত্রী **কিউলেক্স ভিশন্যুই** প্রধানত ধানক্ষেতের জমা জলে জন্মায়। এরা গরু এবং শুকরের রক্ত খেতে বেশি ভালবাসে।

৫) স্ত্রী **আর্মিজেরিস** মশা কোন রোগ না ছড়ালেও প্রচণ্ড কামড়ায়। পায়খানার চেম্বারে এরা বংশ বিস্তার করে।

৬) স্ত্রী **ঈডিশ** মশা প্রধানত দিনে কামড়ায়। স্ত্রী **অ্যানোফিলিস**, **কিউলেক্স** এবং **ম্যানসনিয়া** মশা প্রধানত রাত্রে কামড়ায়। স্ত্রী **আর্মিজেরিস** মশা ভোরবেলা এবং সন্ধেবেলা কামড়ায়। কোন প্রজাতির পুরুষ মশাই রক্ত খায় না।

৭) ৯৮% সর্ষের তেল এবং ২% নিম তেল অথবা ৯৬% নারকেল তেল এবং ৪% নিম তেলের মিশ্রণ গায়ে মাখলে মশার কামড় থেকে শতকরা ৯০ ভাগ নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা

আমরা কি করব :

- উপরে বলা সমস্ত ব্যবহৃত জিনিস এবং আবর্জনা শুধু মাত্র ডাস্টবিনেই ফেলব।
- অব্যাবহৃত টায়ার ছাদের তলায় রাখব অথবা পলিথিনের চাদর অথবা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখব।
- নিজের নিজের পাড়ার গাছের কোটরগুলি ইঁটের টুকরো ও সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করব।
- অব্যাবহৃত সমস্ত পাত্র উল্টে রাখব।
- বাড়ির ছাদের জলাধার সর্বদা ঢাকা দিয়ে রাখব ও বাড়ির ভেতরের বা উঠোনের চৌবাচ্চা সাত দিন অন্তর পরিষ্কার করব।
- ফুলদানীর জল এবং রেফ্রিজারেটরের নিচের ট্রে তে জমা জল ঘন ঘন ফেলে দেব।
- পায়খানার গ্যাস পাইপে মশারির জাল লাগাব। পায়খানার চেম্বারের জল বেরোনোর নালীর মুখ দিয়ে মশা যাতায়াতের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেব।
- সারা বছর রাত্রে মশারি টাঙিয়ে শোব (বহুতলে বসবাস করলেও)। বর্ষাকালে দিনের বেলা গা হাত পা ঢাকা হালকা রঙের জামা কাপড় ও জুতো মোজা পরব। দিনের বেলা ঘুমালেও মশারি টাঙিয়ে শোব। মশা রুখতে জানালায় সরু জাল লাগাব।
- গরু এবং শুকরকে যাতে রাত্রে মশা কামড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা করব।
- অপেক্ষাকৃত বড় জলাশয় গুলিতে এবং ধানক্ষেতে মশার লার্ভাভুক মাছ যেমন গাপ্পি, গাম্বুসিয়া, তেচোখো ইত্যাদি মাছ ছাড়ার চেষ্টা করব।
- মশা নিয়ে যা জানলাম সকলকে জানাব।
- যে কোন রকম জ্বর হলেই ডাক্তারের পরামর্শ নেব।

স্ত্রী কিউলেক্স মশা

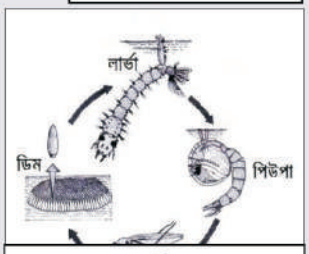

মশার জীবনচক্র

আমরা কি করব না :

- অব্যবহৃত টায়ার খোলা জায়গায় রাখব না।
- বাড়ির আশেপাশে কলা গাছ লাগাব না।
- নর্দমা, পুকুর, ক্যানেল ইত্যাদিতে কোন আবর্জনা ফেলব না।
- পাড়ার পুকুর গুলিতে পানা, বিশেষ ভাবে টোপাপানা জন্মাতে দেব না।

Designed and Prepared by Prof. Goutam Chandra and Research Scholars of Mosquito Research Unit, Department of Zoology, The University of Burdwan

সৌজন্যে—

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রাজবাটী, বর্ধমান

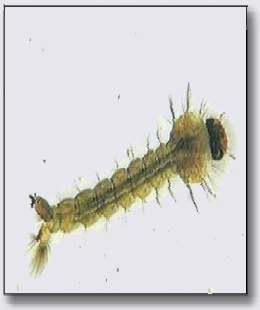

জনস্বার্থে প্রচারিত

ডেঙ্গু, এনসেফালাইটিস, ম্যালেরিয়া ?

রক্ষা করবে

তেচোখো, গাপ্পি, গ্যাম্বুসিয়া

১) একটি ৪ সেমি. লম্বা স্ত্রী গাপ্পি মাছ ২৪ ঘন্টায় গড়ে ৯০ টি মশার লার্ভা খায়।

২) একটি ৪ সেমি. লম্বা স্ত্রীগ্যাম্বুসিয়া মাছ ২৪ ঘন্টায় গড়ে ১০০ টি মশার লার্ভা খায়।

৩) একটি ৪ সেমি. লম্বা স্ত্রী তেচোখো মাছ ২৪ ঘন্টায় গড়ে ১০০ টি মশার লার্ভা খায়।

৪) এদের পুরুষগুলি স্ত্রীদের তুলনায় কম লার্ভা খায়।

তেচোখো

গ্যাম্বুসিয়া

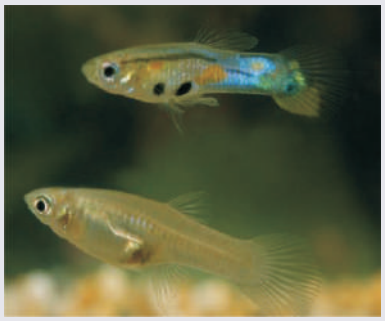

গাপ্পি

এরা সকলেই পরিষ্কার, নোংরা, বদ্ধ, বহমান, গভীর, অগভীর সব ধরণের জলেই বাঁচে ও বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। এদের মধ্যে তেচোখো হল স্বদেশজাত মাছ। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে মশা নিয়ন্ত্রণে গাপ্পি ও গ্যাম্বুসিয়ার পাশাপাশি অথবা কার্যকরী বিকল্প হিসেবে তেচোখো মাছকে ব্যবহার করুন।

Designed and Prepared by Prof. Goutam Chandra and Research Scholars of Mosquito Research Unit, Department of Zoology, The University of Burdwan

সৌজন্যে—

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রাজবাটী, বর্ধমান

জনস্বার্থে প্রচারিত

টায়ার রাখুন সাবধানে ডেঙ্গু থাকবে নিয়ন্ত্রনে

১) একটি অব্যবহৃত ট্রাকের বা বাসের টায়ার প্রায় ১২ লিটার বৃষ্টির জল ধারনে সক্ষম।

২) টায়ারে জমা জল ডেঙ্গুর বাহিকা মশা *ঈডিশ ইজিপ্টাই* এর সব থেকে পছন্দের আঁতুড় ঘর।

৩) একটি টায়ার এক মাস বৃষ্টির জলে পূর্ণ থাকলে প্রায় চার হাজার *ঈডিশ ইজিপ্টাই* মশার জন্ম দিতে পারে।

৪) অব্যবহৃত টায়ার কোন ছাদের তলায় রাখুন অথবা পলিথিনের চাদর অথবা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখুন।

৫) নিম্নে দেখানো ছবির মত টায়ারে একটি বড় ছিদ্র করে দিন যাতে জমা জল নিজেই বের হ'য়ে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করে।

Designed and Prepared by Prof. Goutam Chandra and Research Scholars of Mosquito Research Unit, Department of Zoology, The University of Burdwan

By Courtesy :

THE UNIVERSITY OF BURDWAN

Rajbati, Burdwan

Circulated for public interest:

"Bleaching powder as mosquitocide"-yes or no?

1. Bleaching powder is a germicide, not an insecticide

2. It cannot kill adult mosquitoes

3. It is capable of killing larvae of filarial vector when applied in high doses in drains. However, vector mosquitoes of dengue, malaria and Japanese Encephalitis generally do not breed in drains.

4. In much lower doses bleaching powder can kill fishes like Techokho, Guppy etc. and tadpoles, which are natural enemies of mosquito larvae.

5. Similarly, it kills other aquatic animals like snail etc. when applied in lower doses.

6. It kills natural food items of fish like algae, *Tubifex* etc. and also kills larvae of pollution bioindicators like *Chironomus* fly.

7. Bleaching powder also affects mosquito larvicidal beneficial bacteria *Bacillus thuringiensis*

8. Indiscriminate use of bleaching powder to control mosquitoes is to be stopped.

By courtesy of: *Professor Dr. Goutam Chandra and research scholars, Mosquito Research Unit, Department of Zoology, The University of Burdwan*

Designed and Prepared by Prof. Goutam Chandra and Research Scholars of Mosquito Research Unit, Department of Zoology, The University of Burdwan

সৌজন্যে—

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রাজবাটী, বর্ধমান

জনস্বার্থে প্রচারিত

মারতে মশা
ব্লিচিং পাউডারে
নয় ভরসা

১) ব্লিচিং পাউডার একটি জীবাণুনাশক, কীটনাশক নয়।

২) ইহার প্রয়োগে পূর্ণাঙ্গ মশা মরে না।

৩) বেশী মাত্রায় নর্দমায় প্রয়োগ করলে, গোদ রোগের বাহিকা কিউলেক্স মশার লার্ভা মারা যায় কিন্তু নর্দমার নোংরা জলে সাধারণত ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া বা জাপানীজ এনসেফালাইটিসের বাহিকা মশা জন্মায় না।

৪) তুলনামূলক অনেক কম মাত্রায় ইহা মশার স্বাভাবিক শত্রু লার্ভাভুক তেচোখো ও গাম্বি মাছ এবং ব্যাঙাচিকে মেরে ফেলে।

৫) ব্লিচিং পাউডার একই ভাবে অনেক কম মাত্রায় বিভিন্ন জলজ প্রাণী যেমন গুগলি, শামুক ইত্যাদি কে মেরে ফেলে।

৬) এছাড়াও ইহা মাছের জীবন্ত খাদ্য শৈবাল, টিউবিফেক্স এবং পরিবেশ দূষণ নির্দেশক কাইরোনোমাস মাছির লার্ভা কেও মেরে ফেলে।

৭) ব্লিচিং পাউডার মশার লার্ভা নিধনকারী উপকারী ব্যাকটেরিয়া ব্যাসিলাস থুরিনজায়েনসিস এর উপর কুপ্রভাব ফেলে।

৮) মশা দমনে ব্লিচিং পাউডারের যথেচ্ছ ব্যবহার/ প্রয়োগ বন্ধ হোক।

সৌজন্যে: প্রফেসর ডঃ গৌতম চন্দ্র ও গবেষকবৃন্দ, মশা গবেষণাগার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Designed and Prepared by Prof. Goutam Chandra and Research Scholars of Mosquito Research Unit, Department of Zoology, The University of Burdwan

সৌজন্যে—

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রাজবাটী, বর্ধমান

জিকা হইতে সাবধান

মশার কামড় এবং মশা বাহিত রোগ থেকে বাঁচতে জেনে রাখা ভালঃ

১। জিকা, ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়ার বাহক স্ত্রী ঈডিশ মশা অব্যবহৃত যেকোনো ছোট পাত্র, টায়ার, ডাবের খোলা, প্লাস্টিক বা রাবারের জুতো, গাছের কোটর, কাটা বাঁশের মধ্যে সরু গর্ত, কলা গাছের পাতার গোড়া,শামুকের খোলা, প্লাস্টিকের চা এর গ্লাস বা কাপ, আইসক্রিমের কাপ, ভাঙ্গা মিষ্টির হাড়ি, মাটির পাত্র, টিনের পাত্র, পরিত্যক্ত ফুলের টব, খালি পিচেরড্রাম, পুরনো ব্যাটারির খোল, গরুর জল খাওয়ার পাত্র, ফুলদানি প্রভৃতির মধ্যে জমা পরিষ্কার জলে বংশবৃদ্ধি করে।

২। স্ত্রী ঈডিশ মশা প্রধানত দিনে কামড়ায়।

৩। ৯৮% সর্ষের তেল এবং ২% নিম তেল অথবা ৯৬% নারকেল তেল এবং ৪% নিম তেলের মিশ্রণ গায়ে মাখলে মশার কামড় থেকে শতকরা ৯০ ভাগ নিরাপত্তা পাওয়া যায় ।

মাইক্রসেফালির ভয়াবহতা

জিকার রোগ লক্ষণঃ

জ্বর, র‍্যাশ, গাঁটে ব্যাথা, কনজাংটিভাইটিস বা লাল চক্ষু, মাংসপেশিতে ব্যাথা, মাথা ধরা, চোখের পিছনে ব্যাথা, বমি এবং অন্তঃস্বত্বা মহিলারা সংক্রামিত হলে মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর মাথার আকৃতি ছোট হয় যা মাইক্রসেফালি নামে পরিচিত।

স্ত্রী ঈডিশ মশার কামড় থেকে বাঁচতে-

আমরা কি করব	আমরা কি করব না
১। উপরে বলা সমস্ত ব্যবহৃত জিনিস এবং আবর্জনা শুধুমাত্র ডাস্টবিনেই ফেলব। ২। অব্যবহৃত টায়ার ছাদের তলায় রাখব অথবা পলিথিনের চাদর অথবা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখব। ৩। নিজের নিজের পাড়ায় গাছের কোটর গুলি ইটের টুকরো ও সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করব। ৪। অব্যবহৃত সমস্ত পাত্র উলটে রাখব। ৫। বাড়ির জলাধার সর্বদা ঢাকা দিয়ে রাখব ও বাড়ির ভেতরের বা উঠোনের চৌবাচ্চা সাত দিন অন্তর পরিষ্কার করব। ৬। ফুলদানির জল এবং রেফ্রিজারেটরের নিচের ট্রে তে জমা জল ঘন ঘন ফেলে দেব। ৭। সারাবছর দিনের বেলা ও রাতে মশারি টাঙ্গিয়ে শোব (বহুতলে বাস করলেও)। মশা রুখতে জানালায় সরু জাল লাগাব। বর্ষাকালে দিনের বেলা গা হাত পা ঢাকা হালকা রঙের জামা কাপড় ও জুতো মোজা পরব। ৮। মশা নিয়ে যা জানলাম সকলকে জানাব। ৯। যে কোন রকমের জ্বর হলেই ডাক্তারের পরামর্শ নেব।	১। অব্যবহৃত টায়ার খোলা জায়গায় রাখব না। ২। বাড়ির আশে পাশে কলা গাছ লাগাব না। ৩। আতঙ্কিত হব না, কাউকে আতঙ্কিত করব না,

স্ত্রী ঈডিশ মশা

চিত্র ঋণঃ Google ও CDC

Designed and Prepared by Prof. Goutam Chandra and Research Scholars of Mosquito Research Unit, Department of Zoology, The University of Burdwan